আমন ধান চাষে আয়-ব্যয়

লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করুন
অধিক পরিমাণ আয় করুন

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান চাষে আয়-ব্যয়

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষি একটি বানিজ্যিক ব্যবসা। তাই কৃষককে তার ধান উৎপাদন অধিক লাভজনক করার জন্য বাণিজ্য সচেতন হতে হয়। কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেশী উৎপাদন এবং ভাল বাজার পাওয়া যাবে সেই হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতেই কৃষকরা সাধারণত কোনো একটি ফসলের চাষাবাদ করে থাকেন। নিম্নে ব্রি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারে আমন মৌসুমে কৃষকের আর্থিক লাভ-ক্ষতির একটি বিবরণ দেয়া হলো।

আমন ধান চাষে আয় -ব্যয়

নিম্নে (ছক-১) আমন মৌসুমে ধান চাষাবাদে আর্থিক লাভ-ক্ষতির বিবরণ দেয়া হল ঃ

আয় (বিঘা প্রতি)		ব্যয় (বিঘা প্রতি)	
ধান হতে	৪,৭০৪ টাকা	স্থায়ী খরচ	১,৩১১ টাকা
খড় হতে	৪০৪ টাকা	পরিবর্তনীয় খরচ	২,৪১৫ টাকা
মোট	৫,১০৮ টাকা	মোট	৩,৭২৬ টাকা

খরচাদি বাদে বিঘাপ্রতি লাভ = ৫,১০৮ - ৩,৭২৬ = ১,৩৪২ টাকা

ছক-১ঃ রোপা আমন ধান চাষে আয়-ব্যয়

লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা

রোপা আমন মৌসুমে ধান চাষে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে বিঘা প্রতি বাড়তি সুবিধা ২ নং ছকে দেখানো হলো ঃ

প্রযুক্তির নাম

- ভাল বীজের ব্যবহার
- মৌসুম ভেদে সঠিক বয়সের চারার ব্যবহার
- সঠিক সময়ে চারা রোপণ
- উচ্চ ফলনশীল জাত নির্বাচন
- সারিতে ধান লাগানো
- প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা
- সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় সার ব্যবহার
- সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা
- সম্পূরক সেচ

সুবিধাসমূহ

- বাড়তি ফলন প্রতি বিঘায় ৪-৭ মন
- খরচের সাশ্রয় প্রতি বিঘায় ২৫০-৪৫০ টাকা
- বাড়তি আয় প্রতি বিঘায় ১,৬৫০-২,৯০০ টাকা

ছক-২ঃ লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা

ধান চাষে অধিক মুনাফা পেতে হলে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ান। ফলনোত্তর ঋণ প্রদান করে বিক্রয় মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের মুনাফার অংশ বাড়ানো সম্ভব।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১, ই-মেইলঃ drrafiqul@bdonline.com